73

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর প্রস্তুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

'ক' ইউনিট

শাহনাজ বেগম

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা হাত পা ছড়িয়ে কিছুদিন গড়িয়ে নেবে এমন অবস্থা আর নেই। কারণ সামনেই শুরু হতে যাচ্ছে ভবিষ্যত নির্মাণের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাটি। ভর্তি পরীক্ষা। দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে একটি সিটের জন্য ভর্তিচ্ছুদের ভিড় হয় অন্য বিভাগের সিটের তুলনায় বেশি। এই পর্বে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার কথা বলতে চাই। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা যে ইউনিটের অধীনে ভর্তি পরীক্ষা দেয় তা 'ক' ইউনিট নামে পরিচিত। এই ইউনিটে ভর্তিচ্ছুদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য।

বিষয় ঃ পদার্থ বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ফলিত ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত, ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান।

শিল্পকলা 'ক' ইউনিটে ভর্তি হতে হলে কমপক্ষে ৪ পয়েন্ট পেতে হবে (এসএসসি, এইচএসসি মিলিয়ে)। এসএসসি এবং এইচএসসি মিলিয়ে গড়ে ১১৭৫ নম্বর পেতে হবে। 'ক' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে ২০০ নম্বরের। ১০০ নম্বর হবে এসএসসি, এইচএসসি'র প্রাপ্ত ফলাফলের উপর (এসএসসি থেকে গড় ৪০ এবং এইচএসসি থেকে গড় ৬০ নম্বর নিয়ে) বাকি ১০০ হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষার উপর। পরীক্ষা দিতে হবে চারটি বিষয়ে। এর মধ্যে পদার্থ ও রসায়ন বাধ্যতামূলক। অন্যগুলো নিজ পছন্দ অনুযায়ী নিচের তালিকা থেকে নিতে হবে ঃ পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীব বিজ্ঞান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল অঙ্কন, পরিসংখ্যান ও সমন্বিত বিজ্ঞান।

আরও একটি কথা জেনে রাখ, ইচ্ছা করলেই কিন্তু যে কোন বিষয়ে পড়তে পারবে না। এ বিষয়ে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রক্রিয়া রয়েছে, যা জানা থাকা দরকার।

নিচে কোন বিষয়ে কত নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবে তার তালিকা ঃ

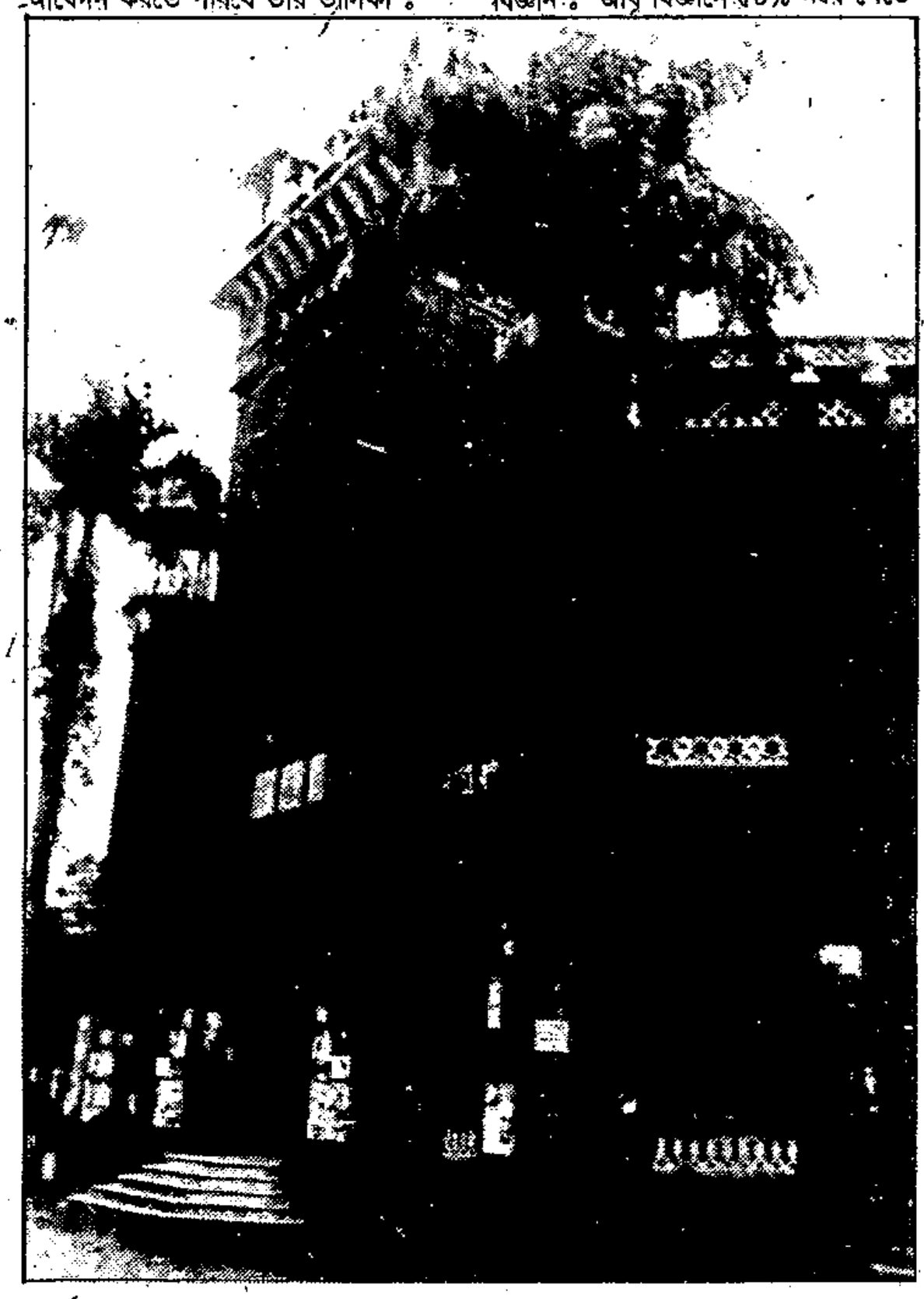

কার্জন হল

পদার্থ বিদ্যা ঃ পদার্থ বিজ্ঞানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স ঃ পদার্থে ৫০%, গণিতে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। রসায়ন বিজ্ঞান ঃ রসায়নে ৫০% নম্বর পেতে হবে। প্রাণ রসায়ন ঃ রসায়নে ৫০% এবং গণিতে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। গণিত ঃ গণিতে ৩৩% নম্বর পেতে হবে। পরিসংখ্যান ঃ পরিসংখ্যানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান ঃ জীব বিজ্ঞানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। প্রাণী বিজ্ঞান ঃ জীব বিজ্ঞানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। মৃত্তিকা বিজ্ঞান ঃ কৃষি বিজ্ঞানে ৫০% এবং জীববিজ্ঞানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। শিল্পকলা ঃ পদার্থে ৩৩% ও গণিত ৩৩% নম্বর পেতে হবে। অনুজীব বিজ্ঞান ঃ রসায়নে ৫০% ও জীব বিজ্ঞানে ৫০% নম্বর পেতে হবে। ভূতত্ত্ব ঃ পদার্থে ৫০%, গণিতে ৫০%, রসায়নে ৫০% নম্বর পেতে হবে। ভূগোল ঃ পদার্থে ৫০%, গণিতে ৫০% ও ভূগোলে ৫০% নম্বর পেতে হবে। এইচএসসি পরীক্ষায় উল্লিখিত বিষয়গুলোতে তোমার যদি এ নম্বর থাকে তবেই তুমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদন করতে পারবে।

এখন জেনে নাও এতসব নম্বর থাকার পরও নির্দিষ্ট যে বিষয়টিতে তুমি ভর্তি হতে চাইছ তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় তুমি কমপক্ষে কত নম্বর পেলে নির্বাচিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় অবশ্যই ৩৩ নম্বর পেতে হবে। এর পর যে বিভাগে ভর্তি হতে চাও সেই শাখায় কিংবা সংশ্লিষ্ট শাখায় কমপক্ষে ১০ নম্বর পেলেই তুমি ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুবিধার জন্য ছক দেখে নাও ঃ

যদি পদার্থ বিজ্ঞানে ভর্তি হতে চাও ঃ পদার্থে ১০ নম্বর পেতে হবে। রসায়ন ঃ রসায়নে ১০ নম্বর পেতে হবে। গণিত ঃ গণিতে ১০ নম্বর পেতে হবে। পরিসংখ্যান ঃ পরিসংখ্যান কিংবা গণিতে ১০ নম্বর পেতে হবে। ভূতত্ত্ব ঃ পদার্থ, গণিত এবং রসায়নে অবশ্যই ১০ নম্বর পেতে হবে (আলাদা আলাদা করে)। ভূগোল ঃ ভূগোলে ১০ নম্বর কিংবা পদার্থ এবং গণিতে আলাদা আলাদা করে অবশ্যই ১০ নম্বর পেতে হবে। মনোবিজ্ঞান ঃ মনোবিজ্ঞানে ১০ অথবা জীব বিজ্ঞানে এবং গণিতে আলাদা করে ১০ নম্বর পেতে হবে। ফার্মেসী ঃ রসায়নে ১০ পেতে হবে। প্রাণ রসায়ন ঃ রসায়নে ১০ পেতে হবে। মৃত্তিকা বিজ্ঞান ঃ রসায়নে ১০ পেতে হবে। অনুজীব বিজ্ঞান ঃ রসায়নে ১০ নম্বর পেতে হবে।

এবার জেনে নাও সিট সংখ্যা ঃ অনুজীব ২০ টি আসন, ফার্মেসী ৫০টি আসন, ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্সে ৫৫ টি আসন, রসায়ন ৬০টি আসন, রসায়ন ও প্রযুক্তি ৪০টি আসন, পরিসংখ্যানে ৮০টি আসন, গণিত ১১০টি আসন, ভূগোলে ১০০টি আসন, ভূতত্ত্ব ৫০টি আসন, প্রাণ রসায়ন ৫৫টি আসন, মনোবিজ্ঞান ৮০টি আসন, প্রাণী বিজ্ঞান ৭০টি আসন, মৃত্তিকা ৭৫টি আসন, উদ্ভিদ বিদ্যা ৭০টি আসন।

এবার সব বুঝে প্রস্তুতি নিতে থাক।

[আগামী সংখ্যায় আরও তথ্য]